৮. চোলযুগের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

সূচনা: চোল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রাম। চোলযুগে গ্রামে এক অসাধারণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রামশাসনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা পরামর্শদাতা বা দর্শক হিসেবেই থাকত। তারা গ্রামের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে হাত দিত না। চোল গ্রামীণ শাসন এতই স্বাধীন ছিল যে, রাজধানীতে রাজার পরিবর্তন হলেও গ্রামশাসন তার নিজ নিয়মেই চলত। উপরতলার ওঠা-পড়ার প্রভাব তাকে স্পর্শ করত না। গ্রামসভাগুলিই প্রধানত গ্রামের শাসন চালাত। গ্রামের শাসনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সভা ছিল। চোলযুগে গ্রামগুলিকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হত এবং প্রতি এলাকায় স্থানীয় সভা ছিল। এই সভায় বিভিন্ন বৃত্তির লোকেদের প্রতিনিধি থাকত। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রামসভা সমন্বয়স্থাপন করত। গ্রামে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল এবং প্রতি গোষ্ঠীর বিশেষ ধরনের কাজের দায়িত্ব ছিল। প্রধানত সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে গ্রামের গোষ্ঠীগুলি গঠিত হত। গ্রামের সাধারণ সভায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যোগদান করতে পারত।

গ্রামসভার গঠন: গ্রামের সাধারণসভা তিনভাগে বিভক্ত ছিল; যথা—① উর, ② সভা এবং ③ নগরম্।

করদাতা গ্রামবাসীদের নাম ছিল 'উর'। ব্রাহ্মণদের সংগঠনের নাম ছিল 'সভা'। আধা-শহর অঞ্চলের বণিকদের সভার নাম ছিল 'নগরম্'। বড়ো গ্রামগুলিতে একাধিক করদাতাদের 'সভা' বা 'উর' থাকত।

① **উর:** 'উর' ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষের সভা। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল উরের সদস্য। তবে বর্ষীয়ানরাই উরের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। উর বা সাধারণ সভাগুলির সদস্যসংখ্যা কত হত তা জানা যায়নি। তারা নির্বাচিত হত অথবা গ্রামবাসী হিসেবে যোগ দিত অথবা পরিবারের কর্তারাই যোগ দিত তাও জানা যায়নি। তবে

গ্রামের প্রতি কড়ুম্বু বা পাড়া থেকে প্রতিনিধি দ্বারা 'উর' গঠিত হত। কখনো-কখনো একটি গ্রামে দুটি 'উর' থাকত। প্রতিটি 'উর'-এর একটি শাসন পরিচালনা-সংক্রান্ত বিভাগ থাকত। গ্রামের বিভিন্ন ধরনের বিবাদের মীমাংসা করা, সেচব্যবস্থা, গ্রামের খাজনা আদায় করা সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি উরের কাজের বিষয় ছিল।

২ **সভা:** 'সভা' ছিল ব্রাহ্মণদের সংগঠন। চোলযুগে অগ্রহার, ঘেটিকা স্থাপন, মন্দির স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপক হারে করা হত। ফলে রাজারা ব্রাহ্মণদের ব্যাপক ভূমিদান করতেন। ফলে গ্রামে ব্রাহ্মণদের বসবাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রাহ্মণদের গ্রামসভার নাম হয় 'সভা'। অনেক গ্রামে 'উর' ও 'সভা' পাশাপাশি কাজ করত। সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সভা তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করত। ৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরান্তক 'উত্তরমেরু লিপি' খোদাই করেন। এই তথ্যবহুল 'উত্তরমেরু লিপি' থেকে জানা যায়, বিভিন্ন পাড়া থেকে সভা গঠনের জন্য যোগ্য, শাস্ত্রজ্ঞ ও অর্থবান ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হত। এই সদস্যদের আর্থিক বা সামাজিক দিক থেকে সমস্ত প্রকার অপরাধমুক্ত হতে হত।

সভার কার্যাবলি: সভার সদস্যগণ এক বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা কোনো পারিশ্রমিক বা বেতন পেতেন না। ঢোল বাজিয়ে সভার অধিবেশন ডাকা হত। এই সভা বা মহাসভা গ্রাম সম্প্রদায় ও ব্যক্তির জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করত। এই সভা গ্রামবাসীদের প্রদেয় রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ে সাহায্য করত। অন্য কোনো কাজের জন্যও আলাদা কর এই সভা স্থাপন করত। জলসেচ ও পথঘাট রক্ষার দায়িত্ব এই সভার ওপর ছিল। রাজস্ব আদায় করে সরকারের কাছে এই সভা জমা দিত। পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষি এলাকা বাড়ানোর দায়িত্ব সভা পালন করত। সভা বিভিন্ন ধরনের বিরোধের নিষ্পত্তি করত।

৩ **নগরম্:** 'নগরম্' ছিল আধা-গ্রাম, আধা-শহরের বণিকসভা। কাজের দিক থেকে 'উর' বা 'সভার' মতোই 'নগরম্' দায়িত্ব বহন করত। কেউ কেউ বলেন যে, 'নগরম্' ছিল বণিকদের নিগম বা গিল্ড। এই নিগমগুলি উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য কিনে তা অন্যত্র বিক্রয় করত। এর ফলে তাদের প্রচুর আর্থিক লাভ হত। এই নগরম্‌গুলি সাধারণ মানুষের টাকা জমা নিয়ে ব্যাংকের মতো সুদের বিনিময়ে বণিকদের ঋণ দিত। রাজা ও কর্মচারীরাও তাঁদের সঞ্চিত অর্থ এই নিগমে জমা রাখতেন। ঐতিহাসিক **নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী** মনে করেন যে, 'নগরম্' ছিল একটি অন্যতম স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট এলাকায় একমাত্র সভা বা সংগঠন।

নাত্তার: চোল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি কোট্টাম বা জেলায় বিভক্ত ছিল। আর জেলাগুলি কয়েকটি নাড়ুতে বিভক্ত ছিল। নাড়ুর শাসন পরিচালনার জন্য 'নাত্তার' নামে আঞ্চলিক সভা ছিল। এই সভা ভূমিরাজস্ব ও বিচার পরিচালনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। নাত্তার কীভাবে গঠিত হত তা সঠিক জানা যায়নি। নাত্তারে সাধারণ আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত।

- **মধ্যস্থ ও করণত্তার:** গ্রামসভায় 'মধ্যস্থ' ও 'করণত্তার' নামে দুধরনের কর্মচারী হাজির থাকত। 'মধ্যস্থ' নিরপেক্ষভাবে বিবাদ ও ঝগড়ার মীমাংসা করত, জমির সীমা সঠিকভাবে রক্ষা এবং ন্যায়নীতি অনুসারে যাতে কাজকর্ম হয় সেজন্য সাহায্য করত। 'করণত্তার' ছিল হিসাবপরীক্ষক।

- **মূল্যায়ন:** **ড. রোমিলা থাপার** লিখেছেন, "চোল কর্মচারীরা গ্রামের শাসনব্যবস্থায় শাসকের পরিবর্তে পরামর্শদাতার ভূমিকা নিত। এই কারণে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব গ্রামে বেশি পড়ত না এবং গ্রামগুলি অব্যাহত গতিতে উন্নতি লাভ করেছিল। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তামিলনাড়ুতে যে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ করা যায়, তার মূলেও হয়তো রয়েছে চোলদের গ্রামশাসন পদ্ধতি।" অধ্যাপক **ডি এন ঝা, আর চম্পকলক্ষ্মী, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়** প্রমুখ ইতিহাসবিদরা মনে করেন, চোল শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামস্তর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক প্রভাব কার্যকরী ছিল।